যুগান্তর

তারিখ 28 MAR 2008
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

ইউজিসিতে মতবিনিময়

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের খসড়া সংশোধনে ভিসিদের প্রস্তাব

যুগান্তর রিপোর্ট

খসড়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ-২০০৮ এর কিছু ধারা সংশোধন ও সংযোজনের প্রস্তাব দিয়েছেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা। একই সঙ্গে খসড়া এ অধ্যাদেশের ওপর আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে উপাচার্যদের লিখিতভাবে মতামত দেয়ার জন্য বলা হয়েছে। তবে বৈঠকে উপস্থিত অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা বলেছেন, প্রস্তাবিত খসড়া অধ্যাদেশই উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সংরক্ষণে যথার্থ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) সম্মেলন কক্ষে ইউজিসি'র বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগ আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় এ মতামত দেয়া হয়। ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোঃ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় খসড়া

প্রস্তাব : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

প্রস্তাব : বিশ্ববিদ্যালয়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অধ্যাদেশ উপস্থাপন করেন ইউজিসি'র বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মোঃ খালেদ। এ সময় ইউজিসি'র সদস্য অধ্যাপক ড. আবদুল হাকিম, অধ্যাপক ড. আমেনা বেগম, অধ্যাপক ড. মোঃ তাজুল ইসলাম, সচিব ড. মুহম্মদ আলম, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব রঞ্জিৎ কুমার সেন উপস্থিত ছিলেন। আলোচনায় অংশ নেন নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটির উপাচার্য হাফিজ জিএ সিদ্দিকী, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী, গ্রিন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী, এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মতিন পাটোয়ারী, এসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের কার্যনির্বাহী সদস্য এবং আইইউবিএটি'র উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম আলিমউল্যা মিয়ান, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির উপাচার্য আবদুল মান্নান চৌধুরী, বাংলাদেশ ইসলামী ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. মাহবুবউল্লাহ, ইনডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক বজলুল মবিন চৌধুরী, সাউদার্ন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক এজেএম নুরুদ্দিন, আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন, আইইউবিটি'র উপাচার্য অধ্যাপক আবু সালেহ, বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক নুরুল মোস্তফা প্রমুখ। ডেফোডিল ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান আবদুস সবুর খান, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম রেজোয়ান খান এবং বিভিন্ন পর্যায়ের অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ইউজিসি'র সদস্য অধ্যাপক ড. এএইচএম জেহাদুল করিম।

সভায় খসড়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ-২০০৮ বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। ১৩ পৃষ্ঠার এ খসড়া অধ্যাদেশে মোট ধারা রয়েছে ৪২টি। উপস্থিত বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা খসড়া অধ্যাদেশের ওপর মতামত প্রদান করেন।

অধ্যাপক ড. হাফিজ জিএ সিদ্দিকী খসড়া অধ্যাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলে কোন আমলা প্রতিনিধি না রাখার প্রস্তাব দেন। একই সঙ্গে তিনি বলেন, উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে ২৫ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা কমানো প্রয়োজন। এক্ষেত্রে তিনি অধ্যাদেশে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা রাখার প্রস্তাব করেন।

অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী অধ্যাদেশে রাষ্ট্রপতিকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসেবে না রাখার প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, বিশ্বের অন্যান্য দেশে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। নতুন আইন না করে বিদ্যমান বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন ও সংযোজনের প্রস্তাব রাখেন তিনি।

অধ্যাপক ড. এম আলিমউল্যা মিয়ান বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এসোসিয়েশনের পক্ষে বলেন, তিনি মনে করেন, খসড়া এ অধ্যাদেশ দেশে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলবে। জনস্বার্থে খসড়া অধ্যাদেশ জারি করার বিষয়ে পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন থাকলেই সব হয়ে যাবে এমন নয়। বরং আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন প্রয়োজন বলে তিনি অভিমত দেন।

অধ্যাপক আবদুল মতিন পাটোয়ারী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেয়ার প্রস্তাব রাখেন।

উপাচার্যদের মতামতের জবাবে ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অধ্যাদেশে সরকারিভাবে অবকাঠামো ও প্রযুক্তিগত সহায়তার বিষয় উল্লেখ করা হয়নি। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং সরকারি পর্যায়ে সহায়তা করা হবে। আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা খসড়া অধ্যাদেশের ওপর লিখিত মতামত জানাতে পারবেন।